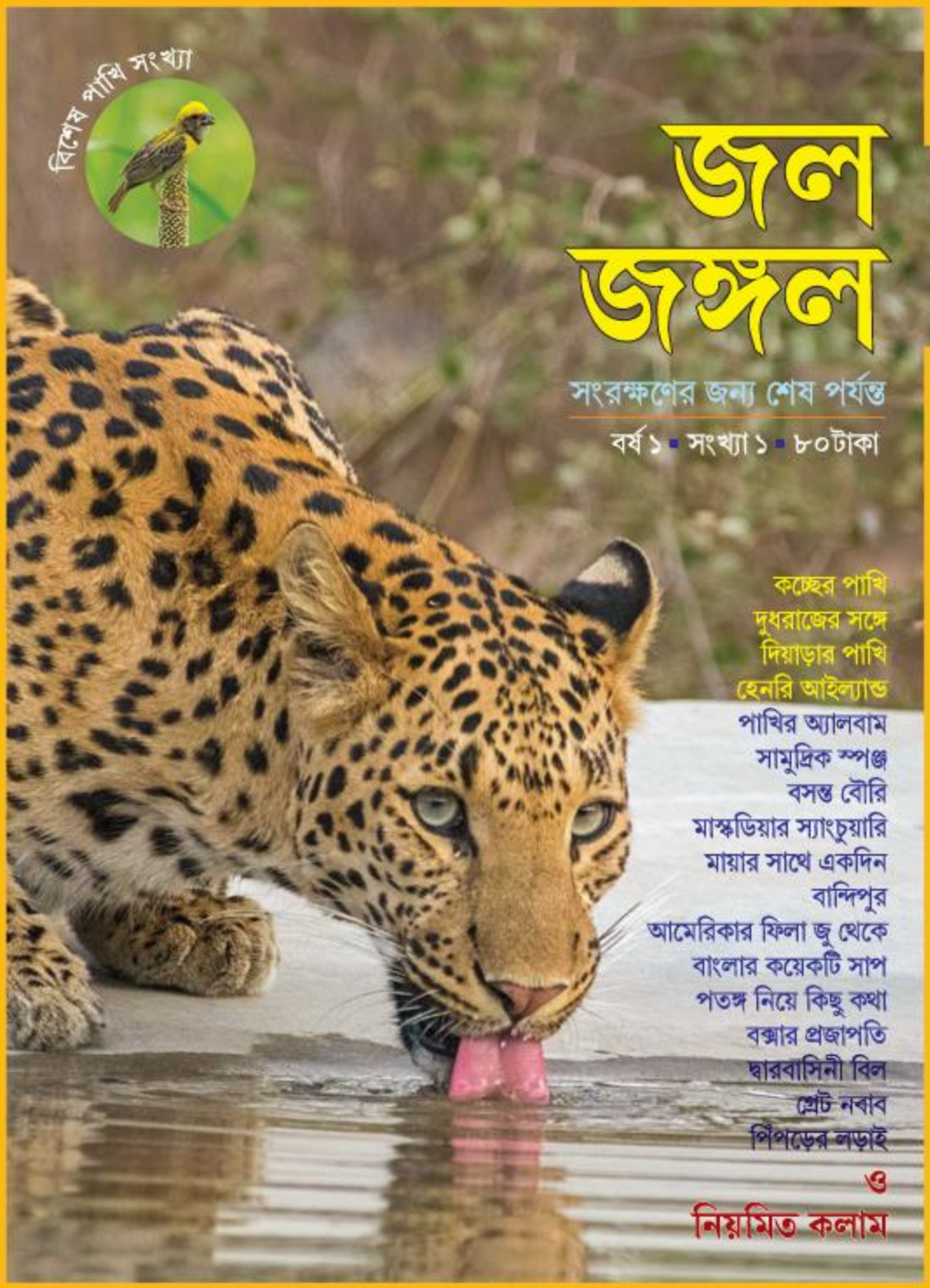

জল জঙ্গল

সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত

বর্ষ ১ ▪ সংখ্যা ১ ▪ ৮০টাকা

কচ্ছের পাখি
দুধরাজের সঙ্গে
দিয়াড়ার পাখি
হেনরি আইল্যান্ড
পাখির অ্যালবাম
সামুদ্রিক স্পঞ্জ
বসন্ত বৌরি
মাস্কডিয়ার স্যাংচুয়ারি
মায়ার সাথে একদিন
বান্দিপুর
আমেরিকার ফিলা জু থেকে
বাংলার কয়েকটি সাপ
পতঙ্গ নিয়ে কিছু কথা
বক্সার প্রজাপতি
দ্বারবাসিনী বিল
গ্রেট নবাব
পিঁপড়ের লড়াই
ও
নিয়মিত কলাম

প্রচ্ছদ : অরিজিৎ ব্যানার্জি

ছবি : অরিজিৎ ব্যানার্জি

জল জঙ্গল আপনার পরিবেশ ভাবনার মুখপত্র

সূচিপত্র

পাখি

কচ্ছের পাখি / ১৮
দিয়াড়ার পাখি / ৬
দুধরাজের সঙ্গে / ২৬
পাখির অ্যালবাম-১ / ১০
পাখির অ্যালবাম-২ / ২১
পাখির অ্যালবাম-৩ / ৩১
বসন্তবৌরি / ২৯
মাস্কডিয়ার স্যাংচুয়ারির পাখিরা / ১৩

জঙ্গল

হেনরি আইল্যান্ড / ৬০
বসন্তের বান্দিপুর / ৫০
মায়ার সাথে একদিন / ৬৩

বিশেষ প্রবন্ধ

রঙবাহারি সামুদ্রিক স্পঞ্জ / ৩৮
আমেরিকার ফিলা-জু থেকে / ৫৬

জল

দ্বারবাসিনী বিল / ৫৯

প্রজাতি চেনো

বাংলার কয়েকটি সাপ / ৩৬
কিছু পতঙ্গ / ৪২
বক্সার প্রজাপতি / ৪৬
গ্রেট নবাব / ৪৪
পিঁপড়ের লড়াই / ৬৬

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্টলে পাওয়া যায়।

দিয়াড়ার পাখি

লেখা ঃ সুমন্ত বসু
ছবি ঃ কল্লোল মুখার্জী

স্যান্ড পাইপার

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৯৬ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। উত্তরে বক্সার জঙ্গল থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে নানা রকমের পাখি। একদিকে যেমন বহু জায়গায় পরিযায়ী পাখি বা স্থায়ী বসবাসকারী পাখিদের এলাকা বলে চিহ্নিত হয়েছে, অপর দিকে বহু জায়গায় সেভাবে 'আবিষ্কৃত' হয়নি এখনো। এরকমই একটি জায়গা দিয়াড়া, যেটি কিছুদিন আগে পর্যন্তও বহু পক্ষীপ্রেমিক-এর কাছে অজানা ছিল।

হাওড়া থেকে তারকেশ্বরগামী ট্রেনপথে পড়ে এই বর্ধিষ্ণু জনপদ। যেখানকার মানুষেরা প্রধানত কৃষি নির্ভর, এই কারণে এখানে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে খালি জমি (বেশিরভাগই চাষ জমি)। এই জায়গাতেই বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত সেপ্টেম্বর-মার্চ পর্যন্ত দেখা মেলে বহু পাখিরই।

বাংলার কয়েকটি সাপ

ছবি ঃ সপ্তর্ষি শর্মা
তথ্য সহায়তা ঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

উদয়কাল

ঘড়িচূড়

সাপ, এই আঁশে ঢাকা দেহ নিয়ে এঁকেবেঁকে চলা প্রাণীটির কথা উঠলেই সাধারণ মানুষের মনে আজও আতঙ্ক ও একই সাথে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। ইটের পাঁজায়, শুকনো পাতার নিচে, ঘাস বনে, উইঢিপিতে বা কখনও কখনও গাছের মধ্যে এবং চাষের জমিতে প্রায়ই সাপেদের থাকতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় মানুষ এই সাপেদের মুখোমুখি পড়ে যেমন তাদের মেরে ফেলে ঠিক তেমনভাবেই শিবঠাকুরের গলা জড়িয়ে থাকা গোখরো সাপকে বা বাড়িতে থাকা বাস্তু সাপকে পুজো করে। ফলে একই সাথে ভয় এবং ভক্তির জন্য সাপ মানুষের মনে এক অদ্ভুত জায়গা করে নিয়েছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সাপেদের আবাসস্থলের আয়তন হল প্রায় ৩,০৬০,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। হিমালয় থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সাপেদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাপেদের প্রকৃতির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ভারতবর্ষে মোট প্রায় ২৭৮ প্রকৃতির সাপ পাওয়া যায় যার মধ্যে প্রায় ৬২ রকমের সাপ বিষাক্ত বলে পরিচিত। আর পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় প্রায় ৯৫ রকমের সাপ। আবার এই ৯৫ রকমের সাপের মধ্যে মূলত ৪টি তীব্র বিষাক্ত সাপকে এড়িয়ে চলতে বলা হয়। এই চারটি সাপ হল কেউটে বা Monocled Cobra (Naja Kaouthia), গোখরো বা Spectacled Cobra (Naja naja), কালাজ বা Common Krait (Bungarus cacruleus) এবং চন্দ্রবোড়া বা Russell's Viper (Daboia nusselii)। এরা বাংলায় 'মহাতার' নামেও পরিচিত। আর এই চার প্রকৃতির সাপগুলিকে প্রায়ই গ্রামবাংলার চাষের জমিতে এবং বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরমধ্যে কেউটে, গোখরো আর কালাজ-এর বিষের ধরন হল প্রধানত নিউরোটক্সি অর্থাৎ এদের বিষ স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে। আর চন্দ্রবোড়ার বিষের ধরন হল হিমোটক্সিক যা রক্ত এবং রক্ত সংবহন তন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে। এতসব সত্ত্বেও সাপেদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

সাপেরা হারাচ্ছে তাদের বাসভূমি, তারা মারা যাচ্ছে চাষের জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশকের প্রভাবে। প্রাণ হারাচ্ছে মানুষের হাতে, ফলে আগে প্রচুর পরিমাণে সাপ চোখে পড়লেও এখন এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

এবারে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে থাকা কয়েকটি অসাধারণ সুন্দর সাপ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

১। ঘড়িচূড় বা Painted Bronzeback Tree (Dendrelaphis pictus)

সরু, লম্বা লিক্‌লিকে দেহের একটি সম্পূর্ণ বিষহীন গেছো সাপ হল ঘড়িচূড়। এর পিঠের রং মূলত তামাটে-বাদামি এবং পিঠে রোদ লাগলে নীলচে আভা দেখা যায়। এদের জিভ উজ্জ্বল লাল রঙ-এর হয়। এরা গাছের ডালে, ঘন উঁচু ঝোপঝাড়ে এবং কখনও কখনও টালির চালেও থাকে। এরা দিবাচর (Diurnal) এবং ছোট পাখি, টিকটিকি, গিরগিটি, ছোট ব্যাঙ প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকে।

রঙবাহারি সামুদ্রিক স্পঞ্জ

লেখা ও ছবি ঃ জয়দীপ সরকার

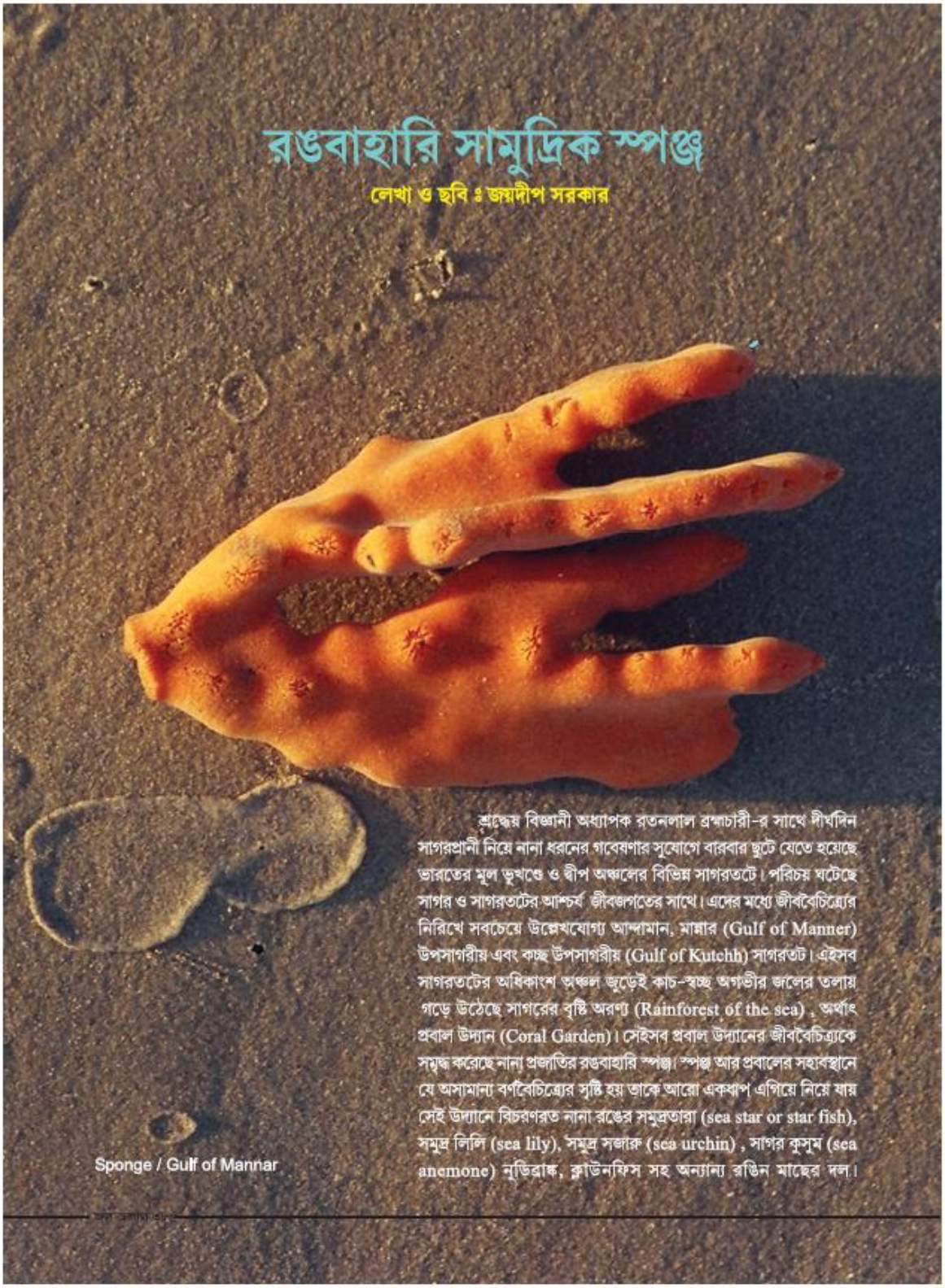

শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী-র সাথে দীর্ঘদিন সাগরপ্রানী নিয়ে নানা ধরনের গবেষণার সুযোগে বারবার ছুটে যেতে হয়েছে ভারতের মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন সাগরতটে। পরিচয় ঘটেছে সাগর ও সাগরতটের আশ্চর্য জীবজগতের সাথে। এদের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের নিরিখে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দামান, মান্নার (Gulf of Manner) উপসাগরীয় এবং কচ্ছ উপসাগরীয় (Gulf of Kutchh) সাগরতট। এইসব সাগরতটের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়েই কাচ-স্বচ্ছ অগভীর জলের তলায় গড়ে উঠেছে সাগরের বৃষ্টি অরণ্য (Raimforest of the sea), অর্থাৎ প্রবাল উদ্যান (Coral Garden)। সেইসব প্রবাল উদ্যানের জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে নানা প্রজাতির রঙবাহারি স্পঞ্জ। স্পঞ্জ আর প্রবালের সহাবস্থানে যে অসামান্য বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় সেই উদ্যানে বিচরণরত নানা রঙের সমুদ্রতারা (sea star or star fish), সমুদ্র লিলি (sea lily), সমুদ্র সজারু (sea urchin), সাগর কুসুম (sea anemone) নুডিব্রাঙ্ক, ক্লাউনফিস সহ অন্যান্য রঙিন মাছের দল।

Sponge / Gulf of Mannar